উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৫ ভাদ্র ১৪২৬ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 12 September 2019 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in COB

বিজেপি-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধে জলকামান

রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলেন অমিত শা

কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : কলকাতা বিদ্যুৎ সাপ্লাই কর্পোরেশনের সিইএসসির সদর দপ্তর ভিক্টোরিয়া হাউসে যুব বিজেপির অভিযানকে পুলিশ আধ কিলোমিটার আগে ব্যারিকেড করে আটকে দিলে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ও আশপাশের এলাকা। বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে পুলিশের কার্যত খণ্ডযুদ্ধ বাধে। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে। ফাটানো হয় কাঁদানে গ্যাসের শেলও। উত্তাল জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে একসময় বেপরোয়া লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। পুলিশের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের ছোড়া ইটের আঘাতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন। বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, তাদের অনেকের মাথা ফেটেছে। জখম হয়েছেন ৫০ জন। গ্রেফতার করা হয়েছে ৮৫ জনকে। এর মধ্যে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়, সায়ন্তন বসু, সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়, যুব মোর্চার দেবজিৎ সরকার প্রমুখ রয়েছেন। এই খণ্ডযুদ্ধ চলাকালীনই খবর যায় রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের কাছে। তিনি তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে ওই ঘটনার কথা জানালে অমিত শা টিভি খুলে দেখেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দপ্তরে ফোন করে এ ব্যাপারে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইতে বলেন। এদিন দিল্লিতে বিজেপির রাজ্য নেতাদের সঙ্গে সর্বভারতীয় সভাপতির বৈঠক হয়।

বুধবার সকাল ৯টা নাগাদ সিইএসসি দপ্তরের উদ্দেশে বিজেপির রাজ্য সদর দপ্তর থেকে মিছিল রওনা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তা রওনা দেয় ১১টা নাগাদ। বিজেপির যুব মোর্চার অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে গ্রাহকদের কাছ থেকে বেআইনি ও অনৈতিকভাবে বেশি টাকা লুঠছে সিইএসসি। এরাজ্যে তারা অত্যন্ত কম দামে বিদ্যুৎ কিনে তা চড়া দামে বেচছে। এই সংস্থা অন্য রাজ্যে অনেক সস্তায় বিদ্যুৎ বেচলেও এরাজ্যে চড়া হারে ইউনিটপিছু দাম নিচ্ছে। মিটার রিডিংয়েও কারচুপির অভিযোগ তুলেছে তারা। এই নিয়েই এদিন বিক্ষোভ প্রদর্শন ও স্মারকলিপি দেওয়ার কথা ছিল বিজেপির যুব মোর্চার। রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিদ্যুৎ রেগুলেটরি কমিশন স্বাধীন ও সতন্ত্র সংস্থা। রাজ্যে বিদ্যুতের মাশুল তারাই ঠিক করে। এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কোনো ভূমিকা নেই।'

মিছিলটি পৌঁছোনোর আগে থেকেই পুলিশ সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে ই-মলের কাছে গার্ড রেল সাজিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে রাখে। ডিসি(সেন্ট্রাল) নীলকণ্ঠ সুধীর কুমার বিশাল পুলিশবাহিনী ও জলকামান নিয়ে হাজির ছিলেন। মিছিলটি ই-মলের কাছে পৌঁছোনোমাত্রই আটকানো হয়। বিজেপি সমর্থকরা ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলে প্রথমে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। বিক্ষোভকারীরা বাধা না মেনে এগোনোর চেষ্টা করতেই পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে ড় তাদের আটকানোর চেষ্টা করে। বিক্ষোভকারীদের একাংশ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে। এরপর পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া বিজেপি সমর্থকদের লাঠিচার্জ করতে করতে তাড়া করে। এতে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী জখম হন। লাঠিচার্জের জন্য আশপাশের গলিতে ঢুকে পড়া বিজেপি সমর্থকদের টেনে হিঁচড়ে বের করে পুলিশ গ্রেফতার করে। রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অনেকে রাস্তার ওপর বসে 'অবস্থান বিক্ষোভ' ঘোষণা করা মাত্রই পুলিশ তাঁদেরও গ্রেফতার করে গাড়িতে তোলে।

বেশ কিছুক্ষণ এই ধুন্ধুমার কাণ্ড চলতে থাকার সময়েই দিল্লিতে নিজের বাড়িতে বসেই টিভিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঘটনাটি দেখেন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিজের দপ্তরে ফোন করে পশ্চিমবঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে এই ঘটনার রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। তিনি এরাজ্যের দলীয় নেতাদের বৈঠকেই ছিলেন। নিজের চোখে আন্দোলনের হাল দেখার পর তিনি রাজ্য নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিজেপি সূত্রে জানানো হয়েছিল মিছিলটি ই-মল অবধি আসবে। তারপর সেখান থেকে ১০ জনের একটি প্রতিনিধিদল ভিক্টোরিয়া হাউসে গিয়ে স্মারকলিপি দেবে। সেই অনুযায়ী মিছিলটিকে সেখানে থামানো হয়।

বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, সিইএসসি সেন্ট্রাল ইলেকট্রিসিটি রেগুলেশন কমিশনের কোনো নিয়মকানুন মানছে না। শুধুমাত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট বেশি হারে বিদ্যুতের দাম নিচ্ছে। বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যাপারে খোলামেলা কোনো টেন্ডারও ডাকছে না। এই অস্বচ্ছ ব্যবস্থা চলতে পারে না। এসব অভিযোগ শুনেই মুখ্যমন্ত্রী ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশকে বেধড়ক পেটানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে বিজেপি নেতারা মন্তব্য করেছেন।

কলকাতায় বিজেপির অভিযান সামলাতে পুলিশের জলকামান। ছবি ঃ রাজীব মণ্ডল

চাঁদার জুলুম হলে বাতিল হবে পুজো কমিটির অনুমোদন

কোচবিহার, ১১ সেপ্টেম্বর : কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা এবং আসন্ন দুর্গাপুজো ও কালীপুজো নিয়ে বিশেষ বৈঠক করল কোচবিহার জেলা প্রশাসন। বুধবার কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে এই বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে বেশকিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবারের রাসমেলায় সমস্ত দোকানের সিরিয়াল নম্বর রাখা বাধ্যতামূলক করছে প্রশাসন। একই সঙ্গে পুজো কমিটিগুলির বিরুদ্ধে চাঁদা নিয়ে অভিযোগ উঠলে তাদের অনুমোদন বাতিল করার কথাও জানিয়ে দিল প্রশাসন।

কোচবিহার ল্যান্সডাউন হলে এদিন বিকেলে প্রথমে রাসমেলা নিয়ে বৈঠক হয়। বৈঠকে জেলাশাসক কৌশিক সাহা, কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, পুলিশের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এবারের রাসমেলা ১১ নভেম্বর শুরু হচ্ছে। মদনমোহনবাড়িতে ওইদিন রাত ৯টায় রাসচক্র ঘুরিয়ে রাসযাত্রার সূচনা করবেন জেলাশাসক। কোচবিহার পুরসভাও ওইদিন রাসমেলার সূচনা করবে। এবারের রাসমেলা ১৫ দিন চলবে। শেষ হবে ২৫ নভেম্বর।

জেলাশাসক কৌশিক সাহা বলেন, রাসমেলার দিনগুলোতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে পুলিশ। বাইরে থেকেও আনা হবে বাহিনী। রাসমেলায় এবার ছোটোদের ভিক্ষা করার বিষয়টি বন্ধ করা হবে। তারা যাতে রাসমেলায় ঢুকতে না পারে তা দেখবে পুরসভা। সমস্ত খাবারের দোকান একটি জায়গায় রাখা হবে। একটি নির্দিষ্ট এলাকা থাকছে তার জন্য। এবারই প্রথম রাসমেলার সমস্ত দোকানের নির্দিষ্ট নম্বর থাকবে। সেই নম্বর দোকানের সামনে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। যাতে কোনো সমস্যা হলে খুব অল্প সময়ে সেখানে পুলিশ, প্রশাসন, দমকল যেতে পারে। রাসমেলায় মৃত্যুকূপ এবং অশ্লীল নাচ-গানের প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। এছাড়াও অন্যান্য যা নিয়ম প্রতিবার থাকে সেগুলো এবারেও থাকছে বলে তিনি জানান। রাসযাত্রার বাজেট এবার ৪৮ হাজার টাকা বাড়ছে বলে জানান জেলাশাসক।

কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান ভূষণ সিং বলেন, কোচবিহারের বিখ্যাত রাসমেলার জন্য তাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সোমবার পুরসভায় রাসমেলা নিয়ে নিজেরা একটি বৈঠক করবেন। সমস্ত দোকানে এবার নম্বর থাকবে। সেই নম্বর সহকারে মেলার একটি ম্যাপও তৈরি হবে বলে জানান তিনি। ওই বৈঠকের পর দুর্গাপুজো নিয়ে একটি বৈঠক হয়। সেখানে জেলার বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাঁদের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে পুজোর কাজ করতে বলা হয়। নির্দিষ্টভাবে সমস্ত আবেদন এবং এনওসি নিতেও বলা হয়। বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানের জন্য আবেদনের বিষয়টিও বিস্তারিতভাবে জানানো হয়। দশমীর পরের দিনই যাতে প্যান্ডেল খুলে ফেলা হয় সেই কথাও বলা হয়।

এরপর বারোর পাতায়

তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে বোমা-গুলি কোচবিহারে

কোচবিহার ব্যুরো

১১ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলের অঞ্চল নেতার বাড়ি লক্ষ করে বোমা, গুলি ছোড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটার ভেটাগুড়িতে। মঙ্গলবার রাত একটা নাগাদ ভেটাগুড়ি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শাকদল গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। এমনকি ওই নেতার বাড়িতে ভাঙচুরও করা হয় বলে অভিযোগ। হামলা হতেই প্রাণভয়ে পরিবার নিয়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন তৃণমূল নেতা ওসমান আলি। গণ্ডগোলের খবর পেয়ে রাতেই দিনহাটা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, এক তৃণমূল কর্মী ও তাঁর মাকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জ মহকুমার নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়াইতলা এলাকায়। ওই ঘটনায় মা ও ছেলে জখম হন। বুধবারও রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয় মাথাভাঙ্গা। এদিন মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের জোরপাটকির শোলমারিতে বিজেপি কর্মী বিপুল বর্মনের বাড়ি ভাঙচুর, দুটি বাইক ভাঙচুর, প্রকাশ্যে গুলি, বোমা ছোড়া এবং গোলকগঞ্জ বাজারে বিজেপি কর্মী নিত্যেন বর্মনকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে উলটে বিজেপিকেই দায়ী করেছে তৃণমূল। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কালাগাও এলাকায় মঙ্গলবার রাতে এক তৃণমূল যুব নেতাকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। যদিও বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। মাথাভাঙ্গা থানায় রূপন শীল নামে ওই তৃণমূল নেতা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। এদিকে, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে আসছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি, এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) সহ বেশ কয়েকজন পদস্থ কর্তা। কোচবিহারের পুলিশ সুপার অভিষেক মোদি বলেন, ডিজির নেতৃত্বে ওই দলটি কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি সব জায়গাতেই যাবেন।

মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের ভেটাগুড়ি ২-এর অঞ্চল নেতা ওসমান আলির বাড়িতে বোমাবাজি করা হয়। অভিযোগ, রাত প্রায় একটায় ১৫টি মোটরবাইকে চেপে দুষ্কৃতীরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে বোমা ছোড়ে ও গুলি চালায়। ওসমান আলির বাড়ির জানলা, দরজা ভাঙচুর করা হয়। প্রাণভয়ে ওসমান আলি ও তাঁর বাড়ির লোকজন পালিয়ে যান। খবর পেয়ে দিনহাটা থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এরপর বারোর পাতায়

বুধবার ডাকঘরা বাজারের সভায় বক্তৃতা করছেন মালতী রাভা। ছবি ঃ বিশ্বজিৎ সাহা

নিন্দায় সরব পরিবেশপ্রেমীরা

ধান গবেষণাকেন্দ্রের জালের ফাঁসে পাখির মৃত্যু

তুফানগঞ্জ, ১১ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি ধান গবেষণাকেন্দ্রেই জাল দিয়ে পাখি মারার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্জিপাড়া এলাকায়। পাখি মারার অভিযোগ নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছেন পরিবেশপ্রেমীরা। তাঁদের দাবি, গবেষণাকেন্দ্রের জালগুলি অবিলম্বে খুলে দেওয়া হোক।

তুফানগঞ্জ শহর থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে গ্রামীণ পরিবেশে গড়ে উঠেছে এই বেসরকারি ধান গবেষণাকেন্দ্র। প্রায় ২৬ বিঘা জমিতে ধানের উন্নত মানের বীজ নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। এবছর প্রায় ৭৫০ ধরনের বীজ তৈরির পরীক্ষা শুরু হয়েছে। জমির পরীক্ষাগারে কিছু কিছু ধান পাকতে শুরু করেছে। ধান পাকতে শুরু করায় সেই পাকা ধানখেতে আশেপাশের এলাকা থেকে ছুটে আসছে বাবুই, চড়াইয়ের মতো ছোটো পাখি। সেই পাখির হাত থেকে ধানকে রক্ষা করতে ধানখেতে বিছানো হয়েছে জাল। সাদা জালে অনায়াসেই আটকে যাচ্ছে এই পাখিগুলি। জালে আটকে যাওয়ায় না খেয়ে মারা যাচ্ছে পাখি। আর এই বিষয়টি নিয়েই ক্ষুব্ধ পরিবেশপ্রেমীরা।

লেখক সত্যজিৎ রায় বলেছেন, যে দেশে ফুল আছে ফল আছে পাখি আছে সে দেশে শান্তিও আছে। পাখিরা যাতে নির্ভীকভাবে জীবনযাপন করতে পারে সেই দিকেও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে, পাখিদের সেই নিরাপদ জীবনযাপনে সহযোগিতা করার পরিবর্তে তাদের জন্য মারণফাঁদ তৈরি করা হয়েছে ওই গবেষণাকেন্দ্রে। গবেষণাকেন্দ্রের জমির ওপর লাগানো জালেই আটকে যাচ্ছে পাখিরা। নিজেকে

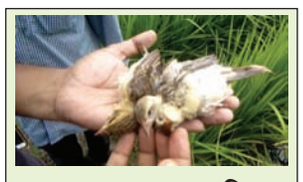

ধান গবেষণাকেন্দ্রে কিছু কিছু ধান পাকতে শুরু করায় সেখানে বাবুই ও চড়াইয়ের মতো ছোটো পাখি আসছে। পাখির অত্যাচার থেকে ধান বাঁচাতে ধানখেতে জাল বিছানো হয়েছে। সাদা জালে সহজেই আটকে যাচ্ছে পাখিরা। ফলে অনাহারে তাদের মৃত্যু হচ্ছে।

বাঁচাতে যতই লাফালাফি করছে ততই জড়িয়ে যাচ্ছে জালে। শেষে ঘটছে মৃত্যু। এই খবর পেয়ে পরিবেশপ্রেমীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

গবেষণাকেন্দ্রের আধিকারিকরা জানান, এই ধানের বীজ রোপণ করে কৃষকরা সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন। কৃষকদের দিকে তাকিয়েই উন্নতমানের বীজ তৈরির কাজ করা হচ্ছে। আমাদের অনেকটাই সাফল্য এসেছে। জমিতে ধান পাকার সময় এটা। ধান পাকতে শুরু করতেই পাখিরা এসে পড়ছে ধানখেতে। পাখির হাত থেকে খেত রক্ষা করতেই আমরা জাল লাগিয়েছি।

গবেষণাকেন্দ্রের মালিক সন্তোষ চন্দ জানান, একই জমিতে প্রায় ৭৫০ প্রজাতির ধান নিয়ে গবেষণা চলছে। গবেষণায় সাফল্যের জন্যই পাখিদের দূরে রাখতে হচ্ছে। তাই পাখি তাড়াতেই জাল লাগানো হয়েছে। যাতে পাখিরা ভয়ে জমিমুখো না হয়। তবে পাখি মারা যাচ্ছে কিনা তা জানা নেই। বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত।

কোচবিহার ন্যাস গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা অরূপ গুহ বলেন, 'খাবারের জন্য পাখি এখান থেকে ওখানে উড়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক। পাখিরা পঙ্গপাল নয় যে সব শস্য খেয়ে ফেলবে। গবেষণাকেন্দ্রে পাখি আটকানোর জন্য অন্য উপায় বেছে নেওয়া উচিত। আমরা বিষয়টি জেলা প্রশাসনের নজরে আনব। দাবি করব যাতে পাখি চলাচলে কোনো বাধা না আসে এবং কোনো পাখি যাতে মারা না যায় তা নিশ্চিত করতে।'

জেলা বনাধিকারিক বিমান বিশ্বাস জানান, বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পাখির মোকাবিলায় জাল টাঙানো হয়েছে ধান গবেষণাকেন্দ্রে। ছবি ঃ রাজীব বসাক

পুজো সংখ্যার স্বাদ মিশেছে বাঙালির রক্তে

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য
লেখক

শারদোৎসবের যত অনুষঙ্গ আছে পুজো সংখ্যা তার মধ্যে একটি। পুজোর ছুটিতে পছন্দের পত্রিকার পুজো সংখ্যায় ডুবে যাওয়া মননশীল বাঙালির কাছে এক আলাদা আকর্ষণ। ৩০-৩৫ বছর আগেও পুজো সংখ্যা ছিল। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে ছিল বিভিন্ন সাহিত্য সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা। সেসময় বিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল হরেকরকম পত্রপত্রিকা। ধারাবাহিক উপন্যাস, ভালো গল্প, কবিতা কিংবা মননশীল প্রবন্ধপাঠের সুযোগ মিলত সে সব পত্রিকায়। সারাবছর ধরে অপেক্ষা করে থাকতাম প্রিয় পত্রিকার শারদ সংখ্যার জন্য।

সমসাময়িক লেখকরা কে কেমন লিখছেন সেটা জানার আগ্রহ থেকে অনেকগুলি পুজো সংখ্যা কিনে ফেলি প্রতিবছর। সময়ের অভাবে সব আর পড়া হয়ে ওঠে না। তবে আমাদের স্কুলবেলায় পুজোর ছুটি কাটত আনন্দমেলা বা কিশোর ভারতীর পুজো সংখ্যায় ডুবে থেকে। দেবসাহিত্য কুটির থেকে প্রকাশিত হত হার্ডবাউন্ড পুজো সংখ্যা। লিখতেন সেসময়ের নামজাদা লেখক-সাহিত্যিকরা। থান ইটের মতো একটা গোটা বই পড়া হয়ে যেত দু'চারদিনে। তখন অবসর ছিল পাঠকের। ঘড়ি ধরে লেখার ব্যস্ততা ছিল না লেখকদেরও। কোনো না কোনো সম্পাদকের বিবেচনা থেকে উঠে আসতে পারতেন অখ্যাত লেখক। তাঁদের নির্বাচনে

থাকত না সাহিত্যগুণ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পক্ষপাত।

নতুন প্রজন্মের পাঠকদের অনেকেই হয়তো জানেন না, একদা 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'শনিবারের চিঠি', 'পূর্বাশা', 'অগ্রণী', 'মাসিক বসুমতী'র মতো পত্রিকা ছিল। কিন্তু সারাবছর ধরে সৃষ্টিশীল লেখকদের লেখা ছেপে যেতে পারে এমন পত্রিকার সংখ্যা এখন এসে ঠেকেছে তলানিতে। পালটে গিয়েছে দৈনিক সংবাদপত্রের রবিবারের ম্যাগাজিনের ধরন। এমন অনিশ্চিত সময়ে কিছুটা বাঁচার পথ দেখিয়েছে পুজো সংখ্যাই। সাহিত্যিক ও সাহিত্য পাঠকের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টির সূত্রটি পুজো সংখ্যা না থাকলে হারিয়ে যেত। এক হিসেবে পুজো সংখ্যাই এখন জোগান দেয় বাঙালির সাহিত্যপাঠের খোরাকের মোটা অংশ। লেখকরাও নিজেদের তৈরি রাখেন সেভাবে।

ছাপার কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে পুজো সংখ্যার দাম। পাল্লা দিয়ে কমে আসছে ক্রেতার সংখ্যা। কিছু পরিবারকে জানি, যাঁরা পাঁচ বছর আগেও কিনতেন তিন-চারটি পুজো সংখ্যা। এখন কেউ কেনেন একটি, কেউ দুটি। কিছুই কিনবেন না ভেবেও কেউ শেষপর্যন্ত কিনে ফেলেন একটি। আসলে পুজোর মতোই পুজো সংখ্যার স্বাদ ঢুকে গিয়েছে বাঙালির রক্তে ও অভ্যাসে।

গত বছর এক ডজন পুজো সংখ্যা কিনেছিলাম। সেগুলি ঘাঁটতে গিয়ে যে অস্বস্তিকর ব্যাপারটি চোখে পড়ল তা হল, প্রতিটি পত্রিকাতেই উপন্যাস বা উপন্যাসধর্মী কাহিনি প্রকাশের দিকে ঝোঁক। এই প্রবণতার এমন অর্থ করে নেওয়া যায় যে, পুজো সংখ্যা নাম দিয়ে প্রকাশকরা যা উপহার দিচ্ছেন পাঠককে, তা আসলে উপন্যাস সংখ্যা। নিজে গল্প, উপন্যাসের লেখক হয়ে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, শুধুই উপন্যাস বা কাহিনিধর্মী রচনা প্রকাশের এই প্রবণতা বাঙালির মননশীলতার প্রতি সুবিচার করে না। উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের অভাবে ধরে নিতে হয়, শিল্পকলা, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, চলচ্চিত্র, নাটক বিষয়ক রচনাপাঠে বাঙালির আগ্রহ আর নেই।

আশা করা যায়, পুজো সংখ্যার পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য ও মননশীলতার অভাবজনিত এই দৈন্যের দিকটি সামাল দিতে এগিয়ে আসবেন প্রকাশকরা। কারণ ঝুঁকির দায় নিতে হয় তাঁদেরই। পাঠকের মনে পুজো সংখ্যার নেশাটি নিখুঁতভাবে ধরিয়ে দিয়েছেন তাঁরাই। নতুন পরিকল্পনার মাধ্যমে রুচিবদল ঘটালে লাভবান হবেন উপন্যাসের লেখকরাও। উপকৃত হবেন পাঠক। কেননা সৎ সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে গেলে প্রয়োজন হয় মননশীলতার ও সাহিত্যবোধের। সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণাও থাকা জরুরি।